

কলির হাট ।

৩

গবেশ । তবে আসা হোল কখন ?

কাণ্ডিক । আমরা এই ল্যাণ্ড্ কচ্চি, মা—আর তাঁরা সব কালীঘাটে গিয়ে রইলেন । আনি চৌরঙ্গি ঘুরে একবার এদিকে দেখে বাই মনে কোরে এসেছে আজ্ হোটেলৈ থাকবো ।

গবেশ । এবার বড় আরলিয়ান্ আসা হোয়েছে !

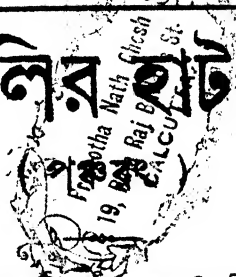
কাণ্ডিক । মার ব্যবস্থা কিনা ! একে ইণ্ডিয়ান্ তার মেয়ে মন্ত্ৰণ ! ঠিক থাকে না । ও সব বিষয়ে আমাৰে কেউ বোল্ভে পাবে না । কাণ্ডিক সংক্রান্তির দ্বারা আমাৰে পাবেই পাবে,—যেখানে থাকি ।

গবেশ । এবার মোদা বড় নিস্ কোরবো, আমরা মনে কর্চি অক্টোবরে বিলেত্ যাবো ।

কাণ্ডিক । বেস, তা নিস্ হবে কেন ? এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে । আমি তো এবাব্ নৌকায় উঠে ইস্তক কন্টিনেন্ট্ টা ঘুরে যাব বোলে সুর ধরে ছিলেম,—তা—মা বোল্যোন্, ডিউকের শোকে বিলাতে সকলে অস্তর সেদিকে এ সময়ে যাওয়া ভাল দেখায় না । আর অস্তরও বাবার জন্তে একটু ভয় হ'ল, ভাবলেন মেডুগাবাদি জমাদার বোলে চোলে নেত পাবে বটে,—কিন্তু সন্ধান পেয়ে চিকাগো এণ্জিবিসনে নিয়ে যাবার জন্তে যদি পেঙ্কাপিড়ি কবে—তাহ'লে বড় অপস্থাত পোড়তে হবে । গবেশ দাদা তো একেবারে বিরোধী,—আর লক্ষ্মী সরস্বতারও ইচ্ছে নয় যে এ বছর যাওয়া হয়—কাবণ সরস্বতীর এখনো পিয়ানো শেখা হয়নি,—আর লক্ষ্মীর পাখুবে কয়লায় রোঁধে একটু চোখের দোষ জন্মে গেছে—ভাল চন্দা না হোলে তার মু'ক্ধগ ।

গবেশ । এবার আর কোন ঠাকুরের বিরোধ রাখ্ছি না,

কলির হাট ।



(এমারেব্দ বিরেটারে অভিনীত ।)

Lord Fop.

Ay ! but let my people dispose the glasses so that I may see myself before and behind ; for I love to see myself all round.

A Trip to Scarborough.

২০ নং ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট হইতে

ত্রিনিমাইচরণ বসু কর্তৃক প্রকাশিত ।

প্রথম সংস্করণ ।

কলিকাতা ।

৩ নং বীডন স্কোয়ার "নূতন কলিকাতা প্রেসে"
ঈশ্বরমসুখ সাহা দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২১১ সাল

মূল্য ১০ চারি আনা মাত্র ।

তো বলুস মার বরে গিয়ে বোস্—তার পরে চোলে বাস্।

নসী। আরে একেবারে দোরের কাছে! পালাই কি কোরে? সে দিন্ ওদের পাঁচ জনের কাছ থেকে এবার মা আন্টি বোলে টাকা চেয়ে এনেচি, আজ আবার তায় সামনে এখানে ধরা পড়ি! এমন বেথাপা সময়ে এলো দে?

অনঙ্গ। পূজোর ব্যাস্ত!

নসী।—আমার টাকা ওলো সব বাব্ কোরে দেতো! এখন দেখ্চি পূজার কদিন খুব্ আড্ডা দেবে।

অনঙ্গ। হ্যাঁ হ্যাঁ—সে টাকা অ'র বেরিয়েছে।

নসী। সেকি! মন্দির মেবামন্তের টাকার ১৫০ টাকা অনে রেখেছি, মা আন্টি বোলে—বামনের ছেলে পাক্সীও ৩০০ টাকা আদায় কোরেছি! বেকুবেন! কি রকম? আমার এখনই চাই। আজই সন্ধ্যা সময়ে দেশে চোলে যাব।

অনঙ্গ। অস্ত বছরে তব্ পাঁচ রকমের টাকা আদায় কোরে কিছু কিছু দিয়েছো, এবার এই ছাড়া—আব কখন সিকি পরস্য দিয়েছো? বছরান্তে তিন চার শো টাকা দেবেন না, উনি খালি ঝাল বাড়তে আস্বেন! কখন আমি এক পরস্য বার কোরে দোবনা। সে মা থরচ কোরে ফেলেচেন।

নসী। তোমার মা কি বলতকু হোয়েচে? তিন চারশো টাকা এলো আর থরচ?

অনঙ্গ। বাঃ! আমাদের সাবেক দেনা ছিল না? চিক তাগা চুড়ি খালাস কোরে আন্তে হোলনা? উ'হু—হু! কিসের গন্ধ বেরিয়েছে!

নসী। দাখ! তুই ওই নিচেটা মুক্ত কোরে ফেলিস।



পাহারা । হিয়া হ'ল' মং করো, যাও আপনা কামমে
যাও । (গাঁটকাটাকে ধাক্কা দিয়া) যাও—যাও—
ভিড় ছাড়া ।

[প্রস্থান ।

গাটকা । (স্বগত) বা শালা ! পাহা মাখানটা দিয়েছি ।

[প্রস্থান ।

নিশা । দ্যাপ ছুআনা দোষ । ছুড়া দাও । ওতে আর
কথা কয়োনা ।

ফুলওয়া । দিন্ । বউনীর সময় আর কি বোলবো ।
এক্ একটা ফুলের দাম ছু আনা ।

নিশা । (পকেটে হাত দিয়া পকেট নাই দেখিয়া)
আ ! একি হ'ল !

নসী । কি হ'ল ?

নিশা । সর্বনাশ হোয়েছে । পকেট গেল কোথা ? কে
কেটে নিলে ? ওর ভেতর যে থোকার জুত কেনবার
টাকা ছিল । নাও বাবু, তোমার ফুলের মালা নাও
ভাল মালা এনেছিলে ।

ফুলওয়া । আজ্ঞে তা আমার দোষ কি ?

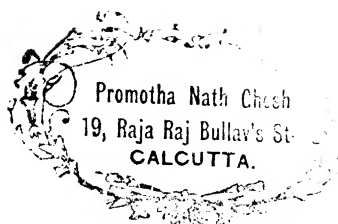
নিশা । আর দোষ কি ! যাও—যাও ।

(ফুলওয়ালার হাঁকিতে হাঁকিতে প্রস্থান)

নসী । তোমারই পূজো জমকালো । কত গেল ?

নিশা । আর কত গেল ! সমস্ত বছর খেটে যা কিছু
পূজোর থরচের জন্তে টেনে রেখেছিলুম কোন শালার
জন্তে ? ভোগে এলোনা । (স্বগত) আমারতো
গিয়েইছে, কিছু বাড়িয়ে বলা চাই । (প্রকাশ্যে)
২০ টাকা কোরে ছুখানা নোট, আর নগদ পাঁচ
টাকা ছেল ।

নসী । ইস্ ! তা যা যাবার তা গিয়েছে, এখন তবে



To

BABU MOHENDRO LALL BOSE.

The Tragedian,
Master, Emerald Theatre.

This piece is dedicated by his admiring
and ever affectionate friend.

25th September, }
1892.

The Author

খুদি । বেস । (কথাকে) তোনার নাম কি গা ?

প্রাণকতা । মিস্ মেরি রেডি দাসী ।

গবেশ । ইস্ ! আপনি যে গোলাপবাগ কোরে ফেলেচেন ? চল ভট্ চাফ্ ! বড় পিপাসা পেয়েছে, হোটেল থেকে একটা সোডা নিতে হবে ।

[খুদিরাম ও গবেশের প্রস্থান ।

প্রাণপুত্র । (প্রাণ প্রিয়ের প্রতি) বাবু ! মার বের সময় আমার যে—মা টুপি দিয়েছেলো আজ খুকী তাই নিয়ে আমার সঙ্গে মারামারি কোরেছে ।

প্রাণকতা । না বাবা ! মিছে কথা । (বাগকের প্রতি) আমার না বলেচে এবার মারবের সময় আমার পোষাক হবে, তোমার কিছু হবেনা দেখো ।

প্রাণপুত্র । বাবু ! যুকী কি বল্চে ।

প্রাণপ্রিয় । ছর খাপা মেয়ে ! বলতে নেই ।

প্রাণপুত্র । বাবু ! ঠাকুর দেখতে যাবো ।

প্রাণ । (স্বগতঃ) দেশে কি ঘোম কুসংস্কারের হাওয়া প্রচলিত হোচ্ছে ! এই শিশুকে এর মধ্যে স্পর্শ করেছে ! (প্রকাশ্যে) ঠাকুর কই ? ছা—চল বিস্কুট্ কিনে দিইগে ।

প্রাণকতা । আমার বড় দুঃখ পাচ্ছে ।

[সকলের প্রস্থান ।

(চারিজন মাতালের গাইতে গাইতে প্রবেশ ।)

গীত নং ৪

কে চায় সারভিস্ তোর হেল্প কমিশন ।

চালাও বারগ্যাণ্ডি ব্রাণ্ডি মুস্তিল আসান ।

স্পীরিট না পেটে গেলে, স্পীরিট্ হবেনা মোলে,

সেন্ বাঙ্গালির ছেলে নিগার নেমান,

N.B.B.

Acc. No. 8547

Date 27.4.94

Item No. B/L 4403

Don. by

পঞ্চরসোত্ত ব্যক্তিবন্দ ।

পুণ্ডরীকগণ ।

গবেশবারু, ভট্টাচার্য, সুদীপ্তরাম, গোবর্দ্ধন, গোবিন্দ,
স্বাধীপ্রবক্ষ্য, নীলীরাণ, নিশাচর, কার্তিক,
গণেশ ইত্যাদি ।

স্ত্রীগণ ।

অনঙ্গমঞ্জরী, কামিনী, ভূবি, শিক্খিতাছাছী-
চতুর্ধর, রসময়ীনাগিতেনী, মালিনী
ইত্যাদি ।

ভূত । (স্বগতঃ) আমিই বা কেন ঘুরি ! ফিদের জালায়
মরি । দেখি ভূঙ্গিকে গিয়ে ধরি ।

[ভূতের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

রাজপথের অপর পার্শ্ব ।

(গীত গাইতে গাইতে কেলুয়ার প্রবেশ ।)

গীত

সারি রাং গুজারি ভালা দাক পিয়া ।

তবতি কজের সে কাড়ু লিয়া,

মেলাম বাবু সাব, গোলাম হাজির হুয়া ॥

ওহো মেরে জানি, কাশনা কাবদানী

ছোট সাব সে বড়া নজরা দিয়া,

তবতো এ পোমাক বক্‌সিস্ লিয়া,

যে হুকুম সাব গোলাম কাম বাডায়া ॥

[গীত গাইতে গাইতে প্রস্থান ।

(কলি গিল্লি স্বন্ধে গণেশ ঠাকুর, ভটচাঁয় ও

বাদ্যকরগণের প্রবেশ ।

ভট্টা । আপনি অস্বং কষ্ট করে না এলেও চলতো ।

গণেশ । না হে ভটচাঁজ বোঝো না ! শনিচি পদ্মার

পথে অনেক বদমাশি হ'য়ে থাকে । বিশেষ তরুণী

কামনা পড়াতে ঘোরে একা স্নানে আসতে দেওয়া

অসমসাহসিকতা । সঙ্গে এলুমই বা ! কত তা বড়—

তা বড় হ'য়ে যাচ্ছে । আমি তো জীকে কাঁধে

ক'রেচি । কইরে ঢাক কোথা ? বাজা ।

কলির হাট ।

প্রথম দৃশ্য ।

অনঙ্গমুঞ্জরীর বাটীর কক্ষ ।

(অনঙ্গমুঞ্জরী ও গবেশ বাবু আদীন)

(অনঙ্গমুঞ্জরীর গীত)

কত বে যতন আমি কোরেছি সতত তায় ।
জানিত যৌবন সখি, আর কে জানিবে হায় ।
দেহ মন মিশাইয়ে, দেখেছি তাহারে দিয়ে,
হুদিনে সোহাগ গেল, বারেক না ফিরে চায় ।

গবেশ । এই দ্যাখ দেখি কেমন হোল ! বেস ঠাণ্ডা
হোয়ে গাইলে, গান্টি কেমন লাগ্‌লো !

অনঙ্গ । তুমিই তো গোল কর !

গবেশ । আমি গোল করি ? না তুমি আমার দেখে
ভূতে পাওয়া গোচ হোয়ে গেলে ? বেস গাইছিলে—
আমি এলুম আর সব অম্নি বন্দ হোয়ে গেল !

অনঙ্গ । যাক্—তোমার তো হোল—এখন আমার কাপ-
ড়ের কি হবে ?

গবেশ । তা হবে—হবে !

অনঙ্গ । তা হবে নয় ! সেহ যষ্টির রাত্রে কিন্বে না কি ?

তা হোলে আর বছরের নত হবে—সে আমার আদতে
পছন্দ হয়নি !

গবেশ । প্রায় ছশো টাকা দামের সাড়ি খানা ! অমন
পরিস্কার পাড়—তোমার পছন্দ হয়নি ?

অনঙ্গ । আহা ! উনি যেন জানেন না ! বেগুন রংয়ের
কাপড় আমার আদতে পছন্দ হয় ? যষ্টীর দিন নতুন
কাপড় পোতে হয়, আর রাত্তিরে হাই ফেরালেম্ না,
নইলে দেখতে কেমন নিতুম ।

গবেশ । কে জানে তোমাদের যে কখন কি পছন্দ হয়—
কখন কি হয় না—তাতো বুঝে উঠতে পারলেম্ না ।
(কার্তিকের প্রবেশ ।)

(সঙ্গে নয়ূব ও ছাতা ধরিয়া উড়ে বেহারার প্রবেশ ।)

গবেশ । হ্যালো !! হ্যালো !! কুমার বাহাদুর ষে ! আন্-
এক্সপেক্টেড্ ।

অনঙ্গ । কার্তিক বাবু যে ! কি ভাগি ?

কার্তিক । এলুম তোমাদের দেশে, একবার দেখে শুনে
যাই ।

গবেশ । অনঙ্গর সঙ্গে কার্তিক বাবুর যে বেস্ জানা
শুনা আছে দেখতে পাঠি ।

কার্তিক । কথায় কাজকি ! গুরু ত্রিশে কার্তিক রাত্তিরে
ওঁর তেথায় নিমন্ত্রণ থাকে, আহারের মধ্যে ঘোটে
ছিল বেললঠনের বাতিব আগো, আগোদের মধ্যে
ওঁর মাতালেরা এম্নি পা ধোরে টেনে ছিলেন, যে
আজ্ঞে একটু নেংচে চোলতে হয় ! শেষে যাত্য়ার
সময় পাগড়িতে, মাথ পওনেব কাপড় খানা পর্য্যন্ত
ওঁর বেহারাদের হাতে সোঁপে যেতে হয় । এবার
যদি অনুগ্রহ হয়—যেন প্রাণে প্রাণে ফিরে যেতে
পারি বিবি সাহেব !

(কৰ্দ্দমাক্ত ভট্টাচাৰ্য্যগোঁড়ৰ গল্পভাবে প্ৰবেশ)

গবেশ । প্ৰণাম, ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয় ! পোড়েনে কেমন কোৱে ?

ভট্টা । হাঁ, বাবা ! পোড়ে গছি কেমন কোৱে ?
প্ৰবেশৰ সময়ে মুখটা উত্তৰীয় আচ্ছাদন দিয়া
একটু দ্ৰুত এসেছি,—সামলোতে পাৰিনি । যাক
পাটায় একটু সামান্য আবাত লেগেছে মাত্ৰ ।
এখন একটু গঙ্গা জল আনতে বল, প্ৰশংসা কৰ—
না, থাক—একেবাৰে স্মৰণীতে নিমগ্ন হোৱে
হবে—“স্মৰণী নুনি কত্ৰা—”

কাৰ্ত্তিক । আচ্ছা, আপনাৰ কি কখন এৰূপ স্থলে
আনা হয় না ? ঠিক বোলবেন ।

ভট্টা । শ্ৰীবিষ্ণু ! মিথ্যা বোলবো কেমন কোৱে !
যৌবনৰ কথা কিছু বোলবেন না, অক—অক সে
সময়ে লোকেৰ দৃষ্টি থাকে না । একেণে বাবা !
বুদ্ধ হোৱে পড়েছি—তবে বাবাৰীৰ কল্যাণে আশী-
ৰ্বাদ কোৱে এক একবাৰ আস্ত হই । একবাৰ
মাত্ৰ আয়বত্ৰ ভায়াৰ সঙ্গ—সঙ্গীত শোনাবৰ জন্য
তাঁৰ সীমাস্তনীৰ স্থানে গিয়েছিলেম, কিন্তু তাতে
আনন্দ হোলনা বড়ই বিভ্রাটে পোড়েছিলেম ।

কাৰ্ত্তিক । কি ৰবন ?

ভট্টা । অত্ৰ মনে কেমন অতিৰিক্ত নশ্ত্ৰ গ্ৰহণ কোৱে-
ছিলেম, একেবাৰে ভ্ৰষ্ট হলে ! প্ৰাণ বহিৰ্গত হয়
আৰু কি ? শেষে আয়বত্ৰ ভায়া শীতল জল নপুকে
দেন তৰে শীতল হোৱে গুচে আস ।

গবেশ । যাক, আপনাৰ আবশ্যক কি গোলোন না ?

ভট্টা । কৰ্ত্তী ঠাকুৰাণী বলেন, এবাৰ পৃথ্ৱাৰ অত্ৰাণ্ড
আয়োজনৰ কোন উদ্যোগ হয় নাই—সে সব

বিষয়ে কিকপ বন্দবস্ত হবে—তজ্ঞা একবার কহী
ঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কাল ভাল হয়।

গবেশ। এ বছর আর অজ্ঞা বিশেষ কিছু আয়োজন
হবে না কেবল আমার দুই একজন বন্ধু থাকেন,
আর বৈঠকখানায় আমাদের বই নাচ হবে। ব্যাংক
ট্যাঙ্ক গুলো ফেল্ হওয়ায় এবার আমার তের লোক-
সান ধোয়েছে, জানেনতো?

কান্তিক। আচ্ছা এবার যে এমন অনেক হ'ল ব্যাপার
কি?

গবেশ। রাশ্ স্পেকিউলেসান,—একে এক্স'চঞ্জ খারাপ
তায় বাজার মাতালের মত।

ভট্টা। বাবার আদেশ মত কলা গিন্নির সমস্ত আয়ো-
জন কোরে দিইছি,—শ্রীকলের পরিবর্তে বাগান
হ'তে দুটো বড় তাল আনার জন্য নানিকে বোলে
দেওয়া হয়েছে। আর বেস্ মোটা পড়া এক
ডাগর কলা গাছ কাটিয়ে রাখা হয়েছে।

কান্তিক। কলাগিন্নি কি বুঝতে পারলেন না!

গবেশ। কি জানেন নাথার উপর যখন একটা আইন
হোয়ে রোয়েছে, তখন একটু বাঁচিয়ে চোপে
ভাল হয় না? বেস্ দই হোক নাথায় ছোট
খাতো দেখলে একটু গোল বাপ্লেও বাপ্তে
পারে। তার চেয়ে একেবারে মোটা ধরা কলা
গিন্নির কথা বোলে দিয়েছি—দাবধানের বিনাশ
নাহি—কিন্তু আপনাকে আমাদের একটী কাজ
কোত্তে হবে।

কান্তিক। বলুন! আমার সাধ্য মত ক্রীতী হবে না।

গবেশ। নাহে বোলবেন, কপালের চোক্টি বুজে
থাক্তে হবে। আর,—আর বছর যখন আসবেন,

কলির হাট ।

একটু যেন মাতুলের মত হোয়ে আসেন । যেমন
পোষাক তেমনি সংসর্গ,—আর দশ বারটা হাত
আজ কাল কি আর চলে ? পাঁচ জন সাহেব সুবো
দেখতে আসে ।

তুটু । যথা কথা, যথাকথা—শাস্ত্রে আছে “যস্মিন্ দেশে
যদাচার—” ।

কার্তিক । অচ্ছা, আমি মাকে বোলবো, হাতের
জুয়ে আপনাকে বড় একটা ভাবতে হবে না,
৫৬ পাঁচ ছয় টাকা চালের মোন হওয়াতে অগ-
নাথ খুড়োর মতন আমানের সকলেরই হাত পেটে
ডুকেছে,—হু—হু—হাত খেটে খেকো লোক না
থাকলে নয়—তাই আছে । সংসর্গের কথা কিছু
বোলবেন না, চোরা! আজকাল মার—বড় ফেড়া-
রিট্ । সেই জুয়ে যার বাবার সঙ্গে ঝগড়া—বাবা
বলেন, দুর্ভিক্ষ হোয়েছে—মার কিছু চোরাকে
পাঁচ তরকারি ভাত দেওয়া চাই,—আবার তার
ঘর পরেচের জুয়ে দেশেও টাকা পাঠান চাই—বলেন
কল্যাণউয়ের ছেলে হোলনা, কার্তিক বে কোলো না,
এটিকে ভিক্ষে পুতু নবে । বাবার মত নেই,
তাইতে মা রাগ কোরে যাচ্ছেতাই বোলেছেন
কদিন পোরে কথা কনুনি ।

গবেশ । তবে কি বাবা আসেন নি ?

কার্তিক । এসেছেন,—তবে পূজো বাড়িতে দাঁড়ান
না । সেজগুণ বটে, অত একটু কারণও আছে ।
টেকুসো বাকি পড়ায় থানকতক ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে
পাছে বলদ শীত করে, এই জুয়ে দেখা দিচ্ছে না ।
যত ভৃত নিয়ে এমনি গাঁজা তরু কোরেছেন যে
সরকার বাহাদুর বোধ হয় গাঁজার ডবল লাইসেন্স

কোরবেন। বাই—এখন ~~হেট্‌চার্চি~~ ~~মশাই~~ উপস্থিত
আছেন এই ব্যাণী ~~কি~~ ~~একটা~~ ব্যবস্থা কোরে
দিন—তিনদিনের মত তো ~~প্রাণ~~ আপনার হাতে,—
ওরি মধ্যে দ্বিরিণের আড়ালে আমার জন্য একটু
আলাদা খাবার বন্দোবস্ত কোরে রাখবেন। কিন্তু
সাবধান! চোরা না জানতে পারে—তা হ'লে
বেবাক্ মেরে দেবে।

গবেশ। আর যদি অণু কেউ দেখতে পায়?

কার্তিক। নেটিভদের মধ্যে ওই একটা মস্ত অসভ্যতা
সভ্য জাতিদের মধ্যে দেখুন দ্বিরিণের আড়াল দিয়ে
যা ইচ্ছে তাই কোর্বে—কেউ উঁকিমেরেও দেখেনা—
কেউ ঠেলেও ঢোকে না। হ্যাঁ—যেমন কোরেই
হোক আমার এ ব্যবস্থা না কল্যাণ খাওয়া দাওয়া
হবে না। একে হট্‌ ক্লাইমেট—তায় আলোচাল
থেষ্টে এ সময়ে ঠিক কলেরায় পোড়বো। গনেশ
দাদাকে যার ভয়ে ছুঁচো নিয়ে আনতে দিলুম না।

ভট্টা। তা হবে, তার আর কি! আবর্জনার শাস্ত্রের মতে
বস্তুকুট্‌ভোজন তো চলিত আছে—আর ঔষধার্থে
সুরাপান,—এতে কার আপত্তি হোতে পারে?

কার্তিক। জয় জয়কার ভট্‌চার্চি মশাই!! এই তো
ব্যবস্থা বেয়েছে! ঐ যা,—পাঁচটা বেজে গেল
আমি চলুম! একটা এনগেজ্‌মেন্ট আছে।

(প্রস্থানোদ্যত)

উড়ে। দান ধকা,—দানধকা।

[কার্তিক ও উড়ে বেহারার প্রস্থান।

(অনঙ্গমুঞ্জরীর পুনঃ প্রবেশ)

অনঙ্গ। ভট্‌চার্চি মশাই! মা সাহস কোরে বোলতে

পাচ্ছেন না,—দোয়াদশীর দিন সকালে যদি একবার
অনুগ্রহ কোরে পায়ের ধুলো দেন্—

ভট্টা। হাঃ হাঃ হাঃ জনার্দনের যদি তাই ইচ্ছা হোয়ে
থাকে, তা হবে—ভার আর কি ?

গবেশ। ভট্টাচার্য্য মশাই ! আপনি এখন বাড়ী যান,
আমি সন্ধ্যার পর—একটু ঘুরে বাড়ী গিয়ে, কি করতে
হবে বোলে দেব। খুদিরাম বাড়ীতে আছে ?

ভট্টা। ই্যা আছে বইকি ! রাম রাম ! সেই এক
যন্ত্রণা চোয়েছে। কোথা থেকে ভায়া একটা
ইংরেজী পাজামা আর কোর্তা এনেছেন তাই পরি-
ধান কোরে প্রাঙ্গনময় কুর্দীন কোরে বেড়ান হোচ্ছে;
ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের ছেলে—

গবেশ। হাঃ হাঃ ! ভট্টাচার্য্য নেহাত বিলেত যাবে
বোলে খেপে উঠলো। অনুগ্রহ কোরে একবার
তাকে আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে বোলবেন।
এখন আর বিলেত গেলে জাতও যাবে না প্রায়-
শ্চিত্তও কোত্তে হবে না ভট্টাচার্য্য মশাই।

ভট্টা। বাবা ! তোমরা ধনভুবের ! তোমরা মনে
কোলো সব কোত্তে পার। আর কেন ? বিলেত
কি একটা দেশ নয় ? শাস্ত্রে বলে “দেশাটনং পণ্ডিত
মিত্রতাচ বারাস্তনা রাজসভাপ্রবেশ—” এ গুলো দেখা
শুনা করা চাই। যাক্—মা লক্ষ্মী ! আমার একবার
বহির্গমন পথটা দেখিয়ে দাও।

অনঙ্গ। ওমা—ভট্টাচার্য্য মশাই যাচ্ছেন—একবার
পথটা দেখিয়ে দেনা মা ! আপনি এগিয়ে যান।

[ভট্টাচার্য্যের প্রস্থান

গবেশ। আমিও তবে যাই—রাতিরে পারিতো আস্বো
এখন।

অনঙ্গ । না, না, এসে কাজ নেই ! একেবারে বিজ্ঞার দিন এস । আনি এই ছেঁড়া কাপড় পোরে বিছানায় মুখ গুঁজ্জে, এক রকম কোরে তিনদিন কাটিয়ে দেব ।

গবেশ । ওন্ গুঁজ্জে থাকতে হবে কেন ? কাপড় পেলেইতো হ'ল ; আমার কেনা আছে সন্টার পর পাঠিয়ে দেব । কিন্তু এবার বড় টানাটানী, বেশী বায়না কোল্যে পারবোনা ।

অনঙ্গ । আমায় প্রায় কিনা বায়না কোভেই দ্যাখ, কই তোমার কোব্রেক্স আমার ওষুধ পাঠিয়ে দিলে না ?

গবেশ । হাঁ বোলে পাঠিয়েছে প্রাণবল্লভ তৈয়ারী নেই ; এখন দিনকতক একটু একটু মকরধ্বজ খাও । এক বেলা মাখম দিয়ে, একবেলা পটলের সত্ত্ব দিয়ে । আর অক্টোবরে যখন বিলৈত যাওয়া হোচ্ছে— বিলিতি হাওয়া লাগলে—ওন্ ব' সুধ্রে যাবে ।

অনঙ্গ । স্থাপরার ওখান থেকে গয়না গুলো আন্তে হবে । কিছু টাকা এখন দাওনা ।

গবেশ । পরে দিলে চলতে পারবে, এখন তবে যাই । দ্যাখ অষ্টমীর রাত্রে বৈঠকখানায় বাই নাচ হবে । বেও, গাড়ি পাঠিয়ে দেব ।

[গবেশের প্রস্থান ।

(কোচের পশ্চাৎ হইতে নসীরামের প্রকাশ)

নসী । গিয়েছেতো ? হাঁপ ছেড়ে বাঁচি ; শালার রাঁড়ের বাড়ি যত রাজ্যের খবর—এর পর বাড়ির শাল্গেরাম ঠাকুর আসবেন্ ছবেলা ভোগের পয়সা চাইতে !

অনঙ্গ । তা তবু শিগিয়ার শিগিয়ার গিয়েছে । আমি ভাব-লুম—আজ বুঝি তোমার ওই খানেই শ্রাদ্ধ । তোকে

অনঙ্গ । কেন—কি হোয়েছে ?

নসী । আর কি হোয়েছে ! আনাব মাথা আর মস্তি
শালার গগ্নি কুণ্ডলনা । কতক্ষণ চপে থাকা যায় ?
বমি কোরে ফেলেছি ?

অনঙ্গ । ওয়াক—ওয়াক—ওগো মাগো ! এটা গুয়ের
মত গন্ধ ! উঁ হুঁ হুঁ !

নসী । চুপ—চুপ—চাঁচামনি । আচ্ছা আমিই সাপ
কোচ্ছি !

অনঙ্গ । উঁ হুঁ হুঁ হুঁ ওনা—হুঁ ওনা ! ওয়াক—ওয়াক ।

নসী । তবে তুই মর—আমি পালাই এখন । সন্ধ্যাব
পর আসবো । কোন ওজর শুনবোনা—আমার
টাকা চাই !

অনঙ্গ । সর, সর,—আমি পালাই প্রাণ যায় । এ পক্ষে
কি নান্নুমে টেকতে পারে ?

নসী । ফের চাঁচাচ্চিন ? থাক তবে ।

[দ্রুত নগীরামের প্রস্থান ।

অনঙ্গর মাতা । (নেপথ্যে) বাবা ! দাঁড়াও—দাঁড়াও ।

কোথায় যাচ্ছ ? রাগ কোরে যাচ্ছ নাকি ?

নসী । (নেপথ্যে) না,না, বড় দরকার আছে—আমি এখনি
আসচি ।

অনঙ্গ । (স্বগতঃ) আর তোমার টাকা বেরিয়েছে—
সন্ধ্যায় এস—আর সকালেই এস ! যাক্ একটা
মেথর ডেকে ঘরটা সাপ কোত্তে হবে, না হয় মা ই
কোরবে ।

(গীত গাইতে গাইতে রসময়ী নাপ্তিনীর প্রবেশ ।)

গীত ।

আয় তোরা কে আলতা দিবি পায় ।

রসময়ী নাপ্তিনী আজ এসেছে পাড়ায় ॥

আমার হাতের আলতা পরা, রাজ্যরূপে সোহাগভরা,

যেচে নাগর দিবে ধরা, (ওনাগরী)

ওলো দেখবি কেমন মন যোগায় ॥

অনঙ্গ । কেগো নাপ্তে দিদি যে ! আজ যে আবার ?

রস । কাল শুধু হাতে ফিরে গেলুম, আজ তোর বাবু

কই ভাই ? পাকুনী আদায় কোতে এলুম ।

অনঙ্গ । সকালে আসতে হয় ।

রস । পুজার বাজার অনেক জায়গায় ঘুরে হয়, সকালে

কি উঠতে পারি ? তা তুই দিদি নিয়ে রেখে দিস।

আমি এক সময় এসে নিয়ে যাব । চ—তোকে

আলতা পরিয়ে বাই, এর পর একবার গেরস্থ পাড়ায়

যেতে হবে ।

[অনঙ্গমুঞ্জরী ও রসময়ী নাপতিনীর প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

রাজপথ—সন্মুখে শৌণ্ডিকালয় ।

বারাণ্ডায় কামিনী ও ভাবি আসীনা ।

(শিক্ষিতা তরুণী ছাত্রী চতুষ্টয়ের গান

করিতে করিতে প্রবেশ ।

গীত ।

একজামিন দিয়ে এলেম সকলে ।

আজ গ্র্যাণ্ড গ্যাডারিং টাউন হলে ।

দেখে শুনে হৃদ মেনে, যেন মিন্সে ওলো কাণ মলে ॥

হব ওকলাতীতে পাশ,

গলায় আছা দিব ফাঁস,

দেখবো তাদের মুন্সি আনা, কেমন চলে বার মাস,
আবার ডাক্তারি কোরবো যখন (ওসে) পোড়বে
এসে পারি তলে ॥

ঘরের কোণেতে বোনে,
সদা মরি আপুশোষে,
পুণ্যের দশ ভোগে পোড়া ব্যবস্থার দেখে;
এবার বার মংলে বাহার দেব, অবলা আর কে বলে
[ছাত্রীগণের প্রস্থান ।

(গোবিন্দ ও গোবন্ধনের প্রবেশ)

গোব । অ গোবিন্দ ! চৈরান্দি আলাম নাহি ?

গোবিন্দ । তোর যেমন বোকা বুদ্ধ ! চৈরান্দি আসবো
কোথা হতে ? এই তো সোজা পথ ধরে আস্চি।
চ—চ ছথানা সাবুন, বর কাঁকুই ছথানা আর
মাথাগসা নিতি হবে। ঐ মা ! বর ভুল হোখে
গিয়েছে, রামনগি যে দ্রব্যগুলা লইবারে কষ্টয়া
দিছিলে, তার তালিকাখান্ বাসায় ছেঁরে আস্চি।

গোব । তুই বাসায় ফিরেচ। এই দাখ আমার
বুক গুর্ গুর্ করচে—বম্ব হোচ্ছে—আমি তো রহিচে
পাচ্চি না।

গোবিন্দ । আরে তুই এমন গল্পশ্রাব—সহরে আলাম
কিছুই দাখলাম শোন্লাম না—বাসায় চ—বাসায়
চ। আজ ছয় দিন যাবত আস্চি, বাসায় যদি বলাম
তবে সহরে আলাম কি কামে ?

গোব । তুই বাস না বাস আমার বাসায় থুয়ে আয়।
চৌধুরী মশায়কে কইয়া রাখচি—খাবাদাবা কোরে
এক দিন বালো কোরে তেনার সঙ্গে সব দেখে
আসবো।

গোবিন্দ । আরে তুই কি মিছা বকাবকি কোরে আমার

মুণ্ড গুরাইয়া দিলি ? পথটা যে ঠাওর কোত্তে পাচ্ছি না। এডা—না এডা ? এই পথে আসছিলাম না ? গোব। হালার পো হালা মজাইছেরে। (নাথার হাত দিয়া উপবেশন)

গোবিন্দ। র, র, ওঠ ওঠ। ঐ ছুটা ভদ্র লোক আসচে ওদেরে জিগাই।

(নসীরাম ও নিশাচরের প্রবেশ)

নিশা। ব্যাটা একাদশী বাড়ুযো, এর বাড়ীতে আবার নেমন্তন্ন যাবে ! বাতাবী নেবু কুচিয়ে ভূর্গোৎসব সারেন। খাবার আয়োজনের মধ্যে নাকাতার আমলের বেঁদে ছুটি—আর জিলিপী এক থানা কোরে। প্রণামী চার গুণা পরসাই মাটি—আমি তো যাচ্ছি না।

নসী। দ্যাখ বাবা ! আনার বাহাজরি দাও। ঐ লোকের কাছ থেকে ফন্দি কোরে টাকা বার কোরেচি। কদিন পেসাদের ব্যবস্থাও যোগাড় যন্ত্র কোরে সুবিধামত কোরে নিতে হবে। আবার যাত্রা আছে শুনতে হবে।

নিশা। ভারিতো যাত্রা ! পঞ্চমী থেকে পূজো বাড়িতে—মুটের মত খাটবে, বাজাবে নৈবিদ্বি বইবে—যাত্রা গাইবে শেষে ঠাকুর বিসর্জন দিয়ে এসে ঢোল বাজিয়ে বাড়ি বাও। পাঁচ সিকি বরাদ্দ, তাচ্ছেয়ে য়ুমনো ভাল।

গোবিন্দ। মশায় !

নসী। কেরে বাপু ! হাঁ কোরেই আছে ? কি—কি চাও ?

গোবিন্দ। আপনি কইবার পারেন আমাগোর বাসা কোন পথে।

নসী। এতো ভাল উৎপাত দেখচি ! তোমাদের বাসা

কোন পথে, আমরা জানবো কি কোরে ? কোথাকার
আমদানী বাবা !

গোবিন্দ । মশায় হালার বাই হালা লৈতন সহরে আসচে !

এডাকি সেডাকি করে মুণ্ডু গুণিয়ে দিছে । ঠিক
ঠাওর হোইছেনা ।

নিশা । পথের কিছু নিমানা কটতে পার ?

গোবিন্দ । প্রবীণ বৃক্ষ আছে ।

নিশা । প্রবীণ বৃক্ষ—নারকেল গাছ ?

গোবিন্দ । হয় ।

নসী । এ পথেতো নারকেল গাছ নেই ! নিমগাছ ?

গোবিন্দ । হয় ।

নসী । হোয়েছে ।

গোবিন্দ । বাতির বোসনাই অ'ছে, জলের খুটি আছে
বরো রাসার উপর । হৈছে—হৈছে । গির্জা আছে ।

নসী । আচ্ছা 'গরুজা আছে, বুঝিছি । এই পথ দোরে
বরাবর পূবে যাও তার পরে উত্তরে । ঐদিকে অনেক
আমদানী আছে বটে ।

গোবিন্দ । চ-রে-চ ! এইবার ঠাওর হইছে ।

গোবিন্দ ও গোবর্দ্ধনের প্রস্থান ।

নিশা । যাক্, এখন সমস্ত রাত্তর সহর দেখুকগে ।
বাসার যত ঠাওর পাবে তা বোঝা গেছে । নসীরাম ।
আজ্ চল এক জায়গায় ওঠা যাক্ । এমন রাত্তির
বাজে যাবে ?

নসী । (স্বগতঃ) মন্দ নয় ! আজ্ আর ওদের বাড়ির
দিকে বেস্‌চিনি, আজ এর শ্রাত দিয়েই রাত কাবা-
রের পন্থা দেখা যাক্ । (প্রকাশ্যে) কোথায় যাবে
বল দেখি ?

নিশা । তুমি হ'লে একজন জয়েফ্ লোক, তোমার

কাছে আমি সন্ধান দেব ? অ'জ্ঞা—ওই জবির টানি
মাথায়—বই হাতে ও'ক ?

নদী । ও চোরবাগানের ফিরিঙ্গি কামিনী ! মিছরি
গলিতে আগে ছিল, বেশ পাইতে জানে বিষেস অন্ন
ওখানে অনেকের ঘোঁক্ । দেখেছো, তোমার দিকে
চেয়ে হাস্চে ।

নিশা । চল তবে ঐখানেই যাওয়া যাক্ ।

(বেলফুলওয়াল'র প্রবেশ)

ফুলওয়াল । চাই জু'য়ের গোড়ে বেলফুল, চাই ফুলের
গয়না ।

নিশা । ফুলের মালা ছ ছড়া নেওয়া যাক্ ।

নদী । এই জু'য়ের গোড়ে বেলফুল ! ভাল মালা আছে
(বেলফুলওয়াল'র নিকট আগমন—গাটকাটার প্রবেশ ।)

গাটকাটা । (স্বগতঃ) পূজোর বাজারে এমন অঁদার
তো কোনকালে দেখিনি । সব দাজার টাঁক খালি ।
তিন দিনে তিন টাকা বোজগার খোল না । দেখি
এই সিঁতেওলা বাবুটার দেখি ।

(অগ্রসর হ'ওন ও নিশাচরের পকেট কতন করিয়া)

দূরে আসিয়া তাপা দশন ।)

গাটকা । (স্বগতঃ) এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনা, আর
একটা ডবল পয়সা পারা মাথান—খপা লাভ বাবা !

(পাহারাওয়াল'র প্রবেশ ও বৃত্তকরণ)

পাহারা । (গাটকাটার প্রতি) এই শালা জুয়াচোর !
হিঁরা বদমাসী লাগিয়া ?

গাটকা । কিছু বোল না বাবা ! এই নাও,—তুমি কিছু
নাও,—জল খেও ।

(পাহারাওয়াল'র হস্তে পারামাথান মুদ্রা প্রদান ।)

নদী । (অগ্রসর হ'য়া) কি হোয়েচে ? কি হোয়েচে ?

বিনিতি বিষ্ট গুলো তারাও মানুষ হয়ে এলো ;
করেজ করেজ চাই রিকর মেশান্, চাই ইম্যানসিপেশান ।

প্র-মাতাল । মানা ! এই তোমার ভাগ্যটিবারের দল
এসে হাজির বাবা । দেখো এবারে বিশেষে পাণ্ডী
নাচালিয়ে ছাড়বো না ।

দ্বি-মা । ওরে গুনি'চন্ ! বিশেষে মড়া পোড়ান শুরু
হোয়েছে ।

প্র-মা । এই বার তবে আমাদের গোর দিতে শুরু করা
উচিত ।

দ্বি-মা । কেন ?

প্র-মা । সত্য জাতির অনুকরণ করা চাই ! তারপর
আমরাও যত সভা হোতে আরম্ভ কোরবো তমনি
ছএকটা কোরে আলান ধোরবো ।

দ্বি-মা । তুই দেখ'বি, এই যে বিশেষে যাওয়া শুরু
হোচ্ছে ! এর ভেতর ফদি আছে । পারশানেটে
বত গুলি সিট্ আছে চুপী চুপী গায়ে হাত বুলিয়ে
বাক্যি সাক্যি দিয়ে এক এতটী কোরে সবগুলি
দখল করা চাই । তার পর রান রাজত । ছোকো
কাসি দাও বাবা ।

(নেপথ্যে ভোগক্ষনি)

প্র-মা । ওরে তৌপ পোড়লো বুঝি ! চ আমরা পাশের
ঘরে যাই ।

তু-মা । না, দাঁড়াও । খুদিরাম আর গবেশ বাবু হোটেল
থাকছে দেখে এসেছি । আমরা দুই জন্ গিয়ে জুটগে ।
আহারও হবে, চাটের জোগাড় ও কোরে আনবো ।

[চতুর্থ ও তৃতীয় মাতালের প্রস্থান ।

প্র-মা । বাস্তবিক আবকাতির রেভিনিউতে যেরূপ

নাশ্রয় হোচ্ছে, গবর্ণমেন্ট থেকে আমাদের এক
একটি রায়বাহাদুর খেতাব দেওয়া উচিত ।

দ্বি-মা । গবর্ণমেন্ট দিগ্ অর না দিগ্, আমি তোমায়
হিজহাইনে নুকারে দিতে পারি, মায় রয়েল পর্য্যাপ্ত ।
কিছু পয়সা যদি খরচ কতে পার ।

প্র-মা । কেমন কোরে ? আমি যে ভূমি শূন্য ।

দ্বি-মা । কেন ! তোমার পেটুনেজ নাইট বোলে
খিয়েটারের বিল বার কোত্তে পারি সহর সুক্কু গুল-
জার হবে । শুনেছি স্ সেদিন বলভদরের বাড়ীতে
মেথরদের একঘরে করবার কি পরামর্শ হয়েছিল !

প্র-মা । যাগ্ ওসব বাজে কথায় আমাদের সময় নষ্ট
কোরে কাজ নেই । চল এখন মামার ব্যাক্‌ডোর
খোলান যাক্ ।

(খুদিরাম ভট্টাচার্য্যকে কাঁধে করিয়া

মাতালদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ ।)

প্র-দ্বি-মা । একিরে ! একিরে ?

ত-মা । খুদিরাম ভট্টাচার্য্য । আমরা যেই গিয়ে পড়ি
পাছে ওর ভাগে বকরা বসাই, অগ্নি ছহাতে গালে
পুর্ছেন, শেষে ওলেনা ! এখন হুমানের আঁটি-
লাগা হোয়ে আছেন । গণেশবাবুর বাড়িতে দর-
কার ছিল চোলে গেলেন, এটাকে হাঁসপাতালে নে
যেতে হবে ।

প্র-মা । আরে নানা, নানা, আমি ঠিক কোচ্ছি ।

ভট্টাচার্য্যের ছেলে সাদা চোকে মুরগী কি চলে বাবা !

ভট্টাচার্য্য !

খুদি । ওঁক ।

প্র-মা । দাঁড়াও বাবা ! একটু টিমিউলেন্ট নাওতো
পেটে ! এখনি নেবে যাবে । (খুদিরামের স্মৃথে

মদ্য প্রদান) হোয়েচে, ডোক গিলেচে । ভট্‌চাব্
একবার মুপ্‌টা খোল আর একটু দিই ।

(প্রথম মাতানার গীত ।)

একবার বদন ভোগ প্রাণ ছেঁবি বিধু তখনে হাসি ।

আমি যে দেপ্তে বদু পাগল হোগে আসি ॥

দি মা । চ রে ! ওই দাপ্‌ প্রাইভেট্‌কমে আলো
দিয়েচে ! একে এক পাশে ফেলে রাখবো এখন ।
মধো মধো একটু একটু দিলে এক ঘণ্টার মধ্যে ।
বমিটামি কোরে ঝেড়ে উঠবে ।

[খুদিরামকে ঝোলাইয়া মাতালগণের প্রশ্নান ।

(দ্রুত বেগে ছুঁভিক্ষের প্রবেশ ও তৎপশ্চাৎ

এক ভূতের প্রবেশ ।)

ভূত । দাদা ! দাদা ! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে !

ছুঁভিক্ষ । কেও ! ভায়া নাকি ? তুমি যে এখানে ?

ভূত । আর দাদা ! প্রাণ যায় আর কি ! কোথায়
ঠাওরালুম মার বাপের বাড়ি খুব খাব ! ত'-নয়
বাবার খেয়াল, এই ভাঙ্গা মন্দিরে আড্ডা নিয়ে
আছেন, আর তোরা চোরে থা । তুমি পালাচ্চ
কোথা ?

ছুঁভিক্ষ । আর ভায়া ! এ দেশে কি আর ট্যাকবার ঘো
আছে ? ফিদের জ্বলায় মরি, যে ঘরে যাই দেখি
সবাই আমায় মতন । আমার নাম কোরে আর
পাঁচ জনে খায় । ভায়া ! আমার ছুঁমুটো জোটে না ।

ভূত । আমি তোমায় খুঁজ্ছিলেম । বলি এ রকম
কোরেতো আর দেন ক'টে না, তুমি যদি যোগাড়
যস্তর কোরে আনায় একটা চাকুরি কোরে দাও ।

ছুঁভিক্ষ । আর ভায়া ! চাকুরির বাজার বড় গরম । দশ
পোনের টাকা মাহনের ওপর নেই । তা ও

পোষাক প্রভৃতি ত খরচা বাদ সাত টাকাই দাঁড়ায়।
এতেও লোকে শ্রমশানবাটে খবর নেয় কেবলী মোল
কিনা। মুটেগিরি কোরে যে পাবে, তারও যো
নেই! শুন্নি সব বিলিতি মুটে হবে। তাদের
কাছে কি পেরে উঠবে?

ভূত। ও সব কিছু চাহনে দাদা—ও সব কিছু চাইনে।
ওতে লাভের ভাগ লাখি গালাগাল। প্যায়দার
বেহুদা দাদা! আমার একটা চৌকিদারি যদি
যোগাড় কোরে দিতে পার! বনে বাদাড়ে পোড়ে
যুব্বো, সরকারি চাকর, কোন শালার চোক রাঙ্গানি
সইতে হবে না। থাকুবো সুখে পয়সা কড়িও
আম্বে আছে।

জুর্জি। আনি তো এখন চলুন সাগর পার, ফিরে এসে
দেখা যাবে। তুমি তদিন চেচারাটা একটু বাগিয়ে
নাও। নৈলে গোকো দেখেই আংকে উঠবে।
ওটা কি আসচে ভায়া?

ভূত। ওটা মনিষি পালের টাই। বাবার কুলি থেকে
সিক্কি চুরি কোরেছিল! তাই বাবার রঞ্চোলিউমানে
ওর ঘাড়ে একটা উপদেবতা চেপেছে। যাক্—এখন
ভুগুগুগে।

(বক্ষে S G মার্কীওয়ালা প্রকাণ্ড ভূতের মুখে লাগান
দিয়া তরুপার উপদেবতার প্রবেশ।)

উপ। হাঁ হাঁ! আবি ঠিক হুয়া চলো। খোড়া কড়া না
হোনে সে সিধা হোতা নেই কালা ঝংগি!

[উভয়ের প্রস্থান।

জুর্জি। ভায়া! এই বেলা নিশ্চয় থাকতে থাকতে আমি
সরি।

[জুর্জির প্রস্থান।

মা ! আমি কোন ক্রুতী করিনি মা । মেজো খুড়োর
ছেলে গুলো নেহাত বোয়ে গেছে মা । বিষয়ের
ভাগ সমান নিলে, পূজো তুলে দিয়েচে মা । বাজে
খরচ করে না, তুমি তার বিচার কোর মা ।

অনঙ্গ । গবেশবাবু ! আমার বাড়ী পাঠিয়ে দাও ।
আমার অস্থখ কে'ছে, আমি বোসতে পারি না ।
বাড়ীতে—মা একলা আছেন । (উত্থান)

ভট্টা । যাত্রাওয়ালারা এয়েছে ! যাত্রাওয়ালারা এয়েছে ।
গবেশ । (অনঙ্গের প্রতি) বোস বোস, যাত্রা শুনে
যাবে ।

অনঙ্গ । তবে আমি বৈঠকখানায় যাউ ।

[অনঙ্গের প্রস্থান ।

ভট্ট । ওরে শিগির শিগির বায়গা কোরেদে যাত্রা
থোক ।

(অধিকারীর প্রবেশ)

ভট্টা । অধিকারী মহাশয় ! কিসের পালা হবে ?

অধিকারী । তারার পুনর্বিবাহ—বা স্ত্রীবের রাজ্যা-
ভিনেক ।

ভট্টা । তারার পুত্রকে ! নতুন পালা নাকি ?

অধি । তোমার বাড়ী এখানে নয় বুঝি ? আমাদের
জয় নিশেন, তিন হাজার আসর পাওয়া হো'য়েছে ।
যেখানে হো'য়েছে—লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেছে ।
শোন আগে—বুঝ্বে । তবু উপরোউপরি কদিন
গেয়ে সকলের গলা ভেঙ্গে আছে ।

ভট্টা । আর দেরি করা কেন ? শিগির শিগির বসিয়ে
দিন ।

অধি । আমাদের খাবার দাবার টিকে তামাক সব
সাজ ঘরে দেওয়া হো'য়েছে ?

ভট্টা । মহাশয় ! কার শ্রদ্ধা কে করে ? কবীর অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন না ?

অধি । সে কি হোতে পারে ? তা হোলে গাইবো কেমন করে ?

ভট্টা । অ'চ্ছা, আপনারা বসিয়ে দিন, আমি দেখি—
যদি বৈঠকস্থানায় কিছু খাবার থাকে ।

অধি । আর রসদ ।

ভট্টা । যে আছে !

[ভট্টা চার্ঘ্যের প্রস্থান ।

অধি । ওয়ে ছোকবারা ! সব ঘেরিয়ে আর ।

(বাজিয়ে ও দোপারদের বহু লইয়া

প্রবেশ ও যন্ত্র সেগান ।)

অধি । কই ? এতো দেরি ? এখনো তোদের মাথা হোল না ?

(যাত্রার বালকগণের প্রবেশ ও নৃত্য)

গবেশ । পালা আরম্ভ কর ।

অধি । নাও—নাও, এই বার গোড়ায় আগমনী গান
খানা গেয়ে পালা আরম্ভ কর ।

(যাত্রা ওয়াল মকলের গীত)

গীত

মরি হায় হায় ।

(হায় হায়) দ্যাগরে দ্যাগরে কত শোভা রাজ্য পায় ।

” যে চরণ পাবার তরে, যোগী জন স'ধন করে,

” সননের ভয় থাকেনা রে, ত্রি তাপ পালায় ॥

” পূজি পদ সুরথ রাজা, হয়েছিল মহাতেজা,

” সমাদি করিয়া পূজা, দিব্যগতি পায় ॥

” যে চরণ শরণ নিলে, ধন্য অর্থ মোক্ষ মিলে,

” তক্ত বাজা পুরাইতে, উদয় ধরায় ॥

(তীক্ষ্ণ শর বক্ষে স্থিত—মৃত বালিকে বহন করিয়া)

বানরগণসহ তারা ও অঙ্গদের প্রবেশ ।)

অধি । চুপ চুপ ! রাগ—রাগ—এই মাঝখানে রাগ ।

তারা একটু থড়ি মারনি ?

তারা । যে সাজাচ্ছে—সে বোলো—তোমাদের মুখ কাগ
থাকবে ।

অধি । আহা ! সে যে লক্ষাকাণ্ডের পর থেকে ! আচ্ছা
বোস—বোস । ভাল কোরে বোস । অস্তে অস্তে
বল ।

তারা । (বসিয়া স্বথেকে) বাপ্ রে অঙ্গদ ! প্রাণ যায়
বাপ ! আমিতো বিদ্যা হোতে পারবোনা রে ! তোকে
কেমন কোরে গিহুগান দেখবো বাপ ! হায় ! যে
লাজে রাবণকে সাত সাগরের জল খাইয়ে ছেল ।
ওহো—কি বোলবো ।

(জুড়িদের গীত)

গীত

মরি মরি প্রাণ যায় না রহে জীবন ।

যার ল্যাংজে ভয়ে ভোজে ছিল দশানন ॥

(দোহার গণ)

মরি মরি প্রাণ যায় না রহে জীবন ।

যার ল্যাংজে—

(দ্রুত ভূত প্রেতগণসহ বলদেবের পূর্ব, শিং ও)

ল্যাংজ হস্তে করিয়া মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব । ভগবতি ! ভগবতি ! ওঠো । আমি বোলচি
ওঠো । এ স্থানে আর তিনাক থাকবোনা । এই
দ্যাক আমার বাগনের কি ছুন্দা তোমার ভক্তেরা
কোরেছে । তার শির পূর্ব আর ল্যাংজ ছাড়া কিছু

পাওয়া বাচ্ছেনা । দেরে—দে পাষণ্ডগণ ! এখন
আমার বলব এনে দে । নইলে এখনি আমি দক্ষ
বজ্রের মত, সকলের ছাগ মুণ্ড ব্যবস্থা কোরবো ।

(ভূতগণের তর্জ্জন গর্জ্জন)

(সকলের সচকিতে উত্থান ও গীত)

জন্মজন্মট কি কলির হাট ।

হেথা নাইক অ'চার, নাইক বিচার,

নাইক ধর্মকর্মের পাট ;—

হেথা ভায়ে ভায়ে মুখ দ্যাখা নাই

আপন বরে সবাই লাট ॥

হেথা শঙ্কা ভক্তি, মদে মত্তি,

সূটার হাউস কালীঘাট ।

কেউ পইতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী,

কেউ বা ভণ্ড পেটিয়াট ।

(সহসা সিংহোপরি মহিষ-মর্দিনী চণ্ডীর আবির্ভাব ।)

সকলের গীত ।

“যুচায়ে অম্বর জালা, সুরে রক্ষি শৈল বালা,

মা অম্বিকা দেব দলে, মহাশক্তি প্রদানিলে,

তেজোময় সব দেব, পেয়ে আনন্দ বিমলা ॥

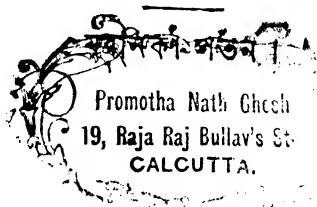
আজি চঃখিনী ভারত, গোয়ে পুত্র শত শত,

বলিছে ওই হোয়ে পদানত ;

এসমা প্রতি বরষ হরষে

দুখী দেশ হাসায়ে অমৃত হাসে,

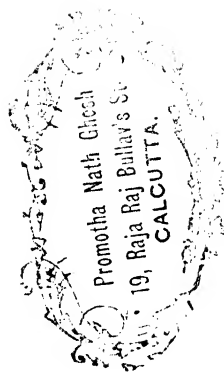
মরুভূ ভারতে তেজনা মাগো আনন্দ মলিলা ॥”



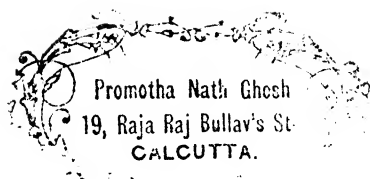
Promotha Nath Ghosh

A. D.

19, Raja Raj Bullav's St.
CALCUTTA.



Promotha Nath Ghosh
19, Raja Raj Bullay's St
CALCUTTA.



Promotha Nath Ghosh
19, Raja Raj Bullav's St.
CALCUTTA.

এই পুস্তক এমারেন্ড থিরেটারে ও
৭০ নং কলেজ স্ট্রীট, ত্যাশানেল লাইব্রেরীতে
এবং ৩ নং বীডন স্কোয়ার নূতন কলিকাতা
প্রেস ডিপজিটারীতে প্রাপ্য।

